প্রথম আলো

তারিখ ... 14 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সচিবসহ ৯৩টি পদ শূন্য, প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ২০১টি পদের মধ্যে সচিবসহ ৯৩টি পদই শূন্য। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছয়টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১২, তৃতীয় শ্রেণীর ৫৪ ও চতুর্থ শ্রেণীর ২১টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে জনবল-সংকটে শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বোর্ড অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৯৯৭ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে জনবল নিয়োগের ওপর আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে গত এক যুগেও এখানে নতুন করে কোনো লোক নেওয়া হয়নি।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, '১৯৬২ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ বোর্ড ভেঙে ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড এবং ২০০১ সালে সিলেট শিক্ষা বোর্ড হয়। তখন নতুন বোর্ড দুটিতে কিছু লোক চলে যায়। এর মধ্যে লোক নিয়োগের জন্য আবেদন নেওয়া হয়। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওই নিয়োগপ্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে দীর্ঘ দিন থেকে কুমিল্লা বোর্ডে লোকবলের সংকট রয়েছে। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ২১টি পদের মধ্যে ছয়টি পদ শূন্য। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সচিব, নিরীক্ষক কর্মকর্তা, ক্রীড়া কর্মকর্তা, প্রোগ্রামার, অ্যাসিসট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্টের পদ শূন্য। তবে ক্রীড়া কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন একজন সহকারী সচিব। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সহকারী সচিব, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রকৌশলী, সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগার, সহকারী মূল্যায়ন কর্মকর্তা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ভেটা এন্ট্রি কম্পিউটার অপারেটর ও একান্ত সচিবের একটি করে পদ শূন্য। তৃতীয় শ্রেণীর পদের মধ্যে ক্যাশিয়ার, ক্যাশিওগ্রাফিস্ট, স্টোর কিপার ও ক্যাটালগারের একটি করে পদ শূন্য। এ ছাড়া হিসাব সহকারীর ১৩টি পদ শূন্য। অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিকের ২৬টি পদই শূন্য। তৃতীয় শ্রেণীর আরও ১১টি পদ শূন্য। চতুর্থ শ্রেণীর ৫৮টি পদের মধ্যে ২১টি পদ শূন্য। বর্তমানে বোর্ডের অধীনে কলেজের সংখ্যা ২৮৯ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজার ৬৬৬। তাই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালাতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতিকুর রহমান আরও বলেন, 'লোকবলের সংকটের কারণে বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তার পরও আমরা চালিয়ে নিচ্ছি। লোকবল নিয়োগের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় নতুন করে লোকবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। লোকবল সংকটের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও জানানো হয়েছে।'